ADDRESS OF THE VICE CHANCELLOR

EAST WEST UNIVERSITY

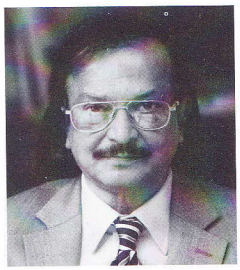

অধ্যাপক আহমদ শফি
উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ সমাবর্তন উপলক্ষে
উপাচার্য মহোদয়ের ভাষণ

মহামান্য চ্যান্সেলরের প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সমাজসেবক মিসেস সেলিনা হোসেন, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, উপস্থিত গন্যমাণ্য শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সহকর্মীগণ এবং এই অনুষ্ঠান যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সেই প্রিয় স্নাতক সনদ- প্রত্যাশী ছাত্র-ছাত্রীগণ ও অভিবাবকবৃন্দ-

আমি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, তাঁর বিশাল মন্ত্রনালয়ের সীমাহীন দায়িত্ব ও ব্যস্ততা থেকে অব্যাহতি নিয়ে আমাদের মাঝে কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সার্থক ও গৌরবমন্ডিত করতে সম্মত হওয়ার জন্য। তিনি একজন চিত্তাকর্ষক বক্তাও বটে এবং আমরা নিশ্চিত তাঁর ভাষণে আমরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় চিন্তার অনেক রসদ পাবো এবং যে-সব তরুণ-তরুণী অধীর আগ্রহে উপবিষ্ট, তারাও কর্মজীবনের পাথেয় হিসেবে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা লাভ করবে।

ধন্যবাদ জানাই সমাবর্তন বক্তা মিসেস সেলিনা হোসেনকে তাঁর প্রিয় সৃজনশীল কলমটি কিছুক্ষণের জন্য তুলে রেখে আমাদের সামনে মানব মনের জটিল রহস্যময় অন্তর্লীলা সম্পর্কে কিছু গভীর চিন্তা উপস্থাপন করতে সম্মত হওয়ায়। দুবছর আগেই এ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, কিন্তু বিদেশযাত্রার অন্তরায় আমাদের আশা পূরণের পথে এসে দাঁড়ায়।

যে তেরশ' একচল্লিশজন ছাত্র-ছাত্রী আজ শিক্ষাজীবন সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সবাইকে জানাই অকুণ্ঠ অভিনন্দন। এটি শুধু একটি কাগজের সনদ প্রাপ্তির আনুষ্ঠানিকতা নয়, সতীর্থ ও শিক্ষকদের সঙ্গে হয়তো শেষ মহামিলনের মধুর স্মৃতি হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে এ দিনটির কথা তাদেরকে আবেগে আপ্লুত করবে।

তবে স্নাতকত্বলাভ কোন গুরুত্বপূর্ণ অর্থে জীবনের পরম প্রাপ্তি নয় যে তার রোমন্থনে অবশিষ্ট জীবনে কালাতিপাত করা যায়। এই পরিনতি, এই সফলতা শুধু প্রতিশ্রুতির অন্যতম প্রমাণ যে কর্মজীবনে, যার ব্যাপ্তিকাল হবে যাপিত জীবনের দ্বিগুণ বা তারও বেশি, এরা অর্জিত জ্ঞান, বিদ্যা, দক্ষতা এবং বুদ্ধির আহরিত তীক্ষ্ণতা দিয়ে নিজের, পরিবারের, দেশবাসীর এবং সমস্ত মানবজাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ক্রম-অগ্রসরমান অবস্থানের সহায়ক হবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সম্প্রতি অষ্টম শ্রেনীর পরীক্ষার ফল ঘোষণায় অনেকে এ কথা ভেবে উৎফুল্ল বোধ করেন যে এই ফল দেশে শিক্ষার মানের উত্তরণের নিদর্শন। যে ১৩৪১ জন এখানে উপস্থিত দীর্ঘ পরিশ্রমী অনেকগুলি বছর অতিক্রমের পরে, তাদের মধ্যে মাত্র ৪ জন পূর্ণ নম্বর পেয়েছে, যদিও অনেকেই সামগ্রিক সাফল্যের বিভিন্ন শ্রেণীগত অভিধা সংগ্রহ করেছে। এরা সবাই উদ্যোগী, নিয়মনিষ্ঠ ও মেধাবী। আমরা বিশ্বাস করি, এই ১৩৪১ জন সবাই এদেশের জাতীয় জীবনে সকর্মক ও সার্থক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ প্রতিষ্ঠানে আমরা সাফল্যের মানদন্ড যুক্তির সাথে কিন্তু অনমনীয় পরম্পরায় অক্ষুন্ন রাখি। আমাদের বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তাঁদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন। আমরা সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম ও প্রয়াসকে যথার্থভাবে মূল্যায়িত করা হয়। গণিতে অমনোযোগী এক বিশ্ববিজয়ী বীরকে সুদূর অতীতে তাঁর শিক্ষক বলেছিলেন: জ্যামিতি শিখবার কোন রাজকীয় পথ নেই। পারিবারিক পটভূমিকে আমাদের সমাজে এখনও অতিরিক্ত ও অনুচিত গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা চাই আমাদের স্নাতকরা এ প্রতিষ্ঠানে যেমন নিজগুণে প্রতি পরীক্ষায় সফল হয়েছে, জীবনের পরীক্ষাতেও তারা সততা ও নৈতিকতার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে, নেতৃত্ব গ্রহণ করবে।

মাননীয় সমাবর্তন বক্তা, আপনার সুখ্যাত উপন্যাস 'পোকামাকড়ের ঘর বসতিকে' কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের সেরা বিশটি উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি জেনেটিক প্রকৌশল বিভাগ চালু হয়েছে এবং আমরা একে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। জীন-বিদ্যায় দেখা গেছে মানুষ ও পোকা-মাকড়ের মধ্যে জেনেটিক উপাদানের সামান্যই তফাৎ। মানুষে মানুষে ভেদাভেদে বংশগতির প্রভাব খুবই অকিঞ্চিৎকর। আমরা এক ও অভিন্ন একটি জাতি; তবে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার অপ্রতুলতা বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। ইস্ট ওয়েস্ট এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা পূর্ণ ভাবে বিকাশের প্রয়াসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দায়বদ্ধতা ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের, জাতির। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত মেধাকে চিহ্নিত করতে এবং তাকে লালিত করতে বিপুল অংকের অর্থ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি হিসাবে বন্টন করে। সরকারের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁরাও যেন আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এগিয়ে আসেন, পাশ্চাত্যের সবচেয়ে খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেমন বেসরকারী হয়েও পর্যাপ্ত সরকারী সহায়তায় অনায়াসে তাদের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে পারে।

এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান সফল করতে যে-সব কর্মচারী-কর্মকর্তা, শিক্ষক, ছাত্র এবং ট্রাস্টি পর্ষদের যেসব সম্মানিত সদস্য নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন, উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছেন, এবং যে-সব প্রতিষ্ঠান এই কার্যক্রমে আর্থিকভাবে বা অন্যভাবে সহায়তা দান করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।